

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৪১৫

পর্ব-১০: আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالى)

পরিচ্ছেদঃ ৪. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - সকাল সন্ধ্যা ও শয্যা গ্রহণকালে যা বলবে

আরবী

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: «أُصْبِحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ

বাংলা

২৪১৫-[৩৫] 'আবদুর রহমান ইবনু আবযা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে উঠে বলতেন,

"আস্বাহনা- 'আলা- ফিত্তুরাতিল ইসলা-মি ওয়া কালিমাতিল ইখলা-সি ওয়া 'আলা- দীনি নাবিয়্যিনা- মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা- মিল্লাতি আবীনা- ইব্রা-হীমা হানীফাওঁ ওয়ামা- কা-না মিনাল মুশরিকীন"

(অর্থাৎ- আমরা ইসলামের ফিত্তুরাতের উপর ও কালিমায়ে তাওহীদের সাথে ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনের উপর ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাতের উপর, আর তিনি মুশরিক ছিলেন না।)। (আহমদ ও দারিমী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আহমাদ ১৫৩৬০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৬৫৪০, দারিমী ২৭৩০, আদ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৬, সহীহাহ্ ২৯৮৯।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠা রাখুন। এটাই

আল্লাহ তা‘আলার প্রকৃতি যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন”- (সূরা আর্ রুম ৩০ : ৩০) এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস প্রতিটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতির উপর (كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ) আল মুসনাদে রয়েছে- (على كلمة الإخلاص) অর্থাৎ- একনিষ্ঠ তাওহীদ, আর তা হলো “লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হ” এবং (على دينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ) এটি তাঁর পূর্ববর্তীদের থেকে খাস। কারণ সকল নাবী-রসূলগণের মিল্লাতের নামকরণটি ইসলামই করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার কথাঃ “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলার নিকট একনিষ্ঠ ধর্ম হলো ইসলাম”- (সূরা আ-লি ‘ইমরান ৩ : ১৯) এবং ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা, “বিশ্ব প্রতিপালকের জন্যই ইসলাম কবুল করলাম (মুসলিম হলাম)”- (সূরা আল বাকারাহ্ ২ : ১৩১) এবং সন্তানদের প্রতি ইয়া‘কুব (আঃ)-এর ওয়াসিয়াত, “তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না”- (সূরা আল বাকারাহ্ ২ : ১৩২)। উল্লেখ্য যে, এটি তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যদের শিক্ষা দেয়ার জন্য বলেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56975>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন